Bangladesh Form No. 3701

**HIGH COURT FORM NO.J (2)**

**HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE**

**District- চট্টগ্রাম।**

In the court of বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

বুধবার the ২৭ day of নভেম্বর**, ২০২৪**

**Other Suit No. ২১৬ / ২০১৭**

মোহাম্মদ পারভেজ গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

**-Versus-**

মোহাম্মদ এমদাদ গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১৩/১১/২২ খ্রিঃ, ৩০/০৮/২৩ খ্রিঃ, ৩০/১০/২৩ খ্রিঃ, ০৪/০৩/২৪ খ্রিঃ, , ২৫/৪/২৪ খ্রিঃ, ০৪/০৬/২৪ খ্রিঃ, ২৫/৬/২৪ খ্রিঃ, ১৪/৭/২৪ খ্রিঃ ও ১৪/১০/২৪ খ্রিঃ।

**In presence of**

জনাব রাজেন কান্তি দাশ Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব কবির শেখর নাথ Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

**বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,**

তপশীলের বর্ণিত ভূমির আর. এস. রেকর্ডি মালিক ছিলেন আবদুর রহিম প্রঃ আবদুল হালিম। তাহার নামে আকুবদন্ডী মৌজার আর. এস. ১৪৯২ নং খতিয়ান চূড়ান্ত প্রচার আছে। উক্ত আব্দুর রহিম প্রঃ আব্দুল হালিম ১৯২৬ সনে দলিল নং ৩৯৭৭ এর মাধ্যমে তার সম্পত্তি আবদুল জলিলের নিকট রেহেন তমসুক রাখেন। পরবর্তী সময়ে, ১৯২৭ সালের দলিল নং ৫৫২ এর মাধ্যমে আব্দুল রহিম তার সম্পত্তি আব্দুল জলিলের স্ত্রী আহম্মদর নিছার কাছে বিক্রি করেন। দলিল প্রস্তুতের সময় আর. এস. জরিপ চূড়ান্ত হয়নি বলে সি. এস.

দাগ উল্লেখ করা হয়। সি. এস. ২০৭৫/১২২২/২০৬৭ দাগাদির ভূমি আর. এস. ২৮৬৭/২৮৫৫/২৮৬৬ দাগের সামিল বি. এস. ৩১৬৪/ ৩১৯১/ ৩১৬৫ দাগাদির ভূমির সহিত সরস্পর এক ও মিলামিল হয়।

উক্ত আহম্মদর নিছা ও আব্দুল জলিল মরনে তাদের স্বত্ব ৪ পুত্র যথা-আবু ছৈয়দ চৌধুরী, আমিনুল হক চৌধুরী, নুরুল হক চৌধুরী, আহামদল হক চৌধুরী প্রাপ্ত হয়। উক্ত আবু ছৈয়দ চৌধুরী গং ২৩/০৭/১৯৭১ ইং তারিখের ২৪৪০ নং কবলা মূলে নালিশী আর. এস. ২৮৬৬ দাগে ১৫ শতক ও অনালিশী আর. এস. ২৮৬৭ দাগের ৫ শতক সহ ২০ শতক সম্পত্তি নবাব মিয়ার নিকট বিক্রয় করেন। উক্ত নবাব মিয়ার নামে বি. এস. ১১৪৯ নং খতিয়ান শুদ্ধরূপে চূড়ান্ত প্রচার আছে। উক্ত নবাব মিয়া ১৮/৭/১৯৯৪ ইং তারিখের ১৫৮৪ নং কবলা দলিল মূলে নালিশী আর. এস. ২৮৬৬ দাগের সামিল বি. এস. ৩১৬৫ দাগের আন্দর ১৫ শতক সহ ২৫.৫০ শতক ভূমি বাদীগণের নিকট হস্তান্তর করেন। এভাবে খরিদসূত্রে ভোগদখলে থাকাবস্থায় বাদীগণের নামে ২০৮২ নং নামজারি খতিয়ান হয়। প্রাক্তভাবে বর্ণিত মতে বাদীগণ খরিদা নালিশী ও অনালিশী মোট ২৫$\frac{১}{২}$ শতক ভূমিতে বৃক্ষাদি রোপনে ছেদনে ও গৃহ নির্মানে পরিবার পরিজন বিবাদীগণ ও সর্ব সাধারণের জ্ঞাতসারে ভোগ দখলকার আছেন।

বিবাদীগণ বিগত ১৯/১১/২০১৭ ইং তারিখে বাদীগণের খরিদা নালিশী তপশীলোক্ত দাগের ভূমি হইতে জোর পূর্বক বেদখল করিবে মর্মে হুমকী প্রদান করে। বিরোধীয় বন্দের দাবীকৃত ৩ শতক ভূমির দক্ষিণে বিবাদীগণের স্বত্বাংশীয় ভূমি বটে। বিবাদীগণ তাহাদের অনালিশী ভূমিতে গৃহ নির্মান করার সময় বাদীগণের স্বত্বাংশীয় ৩ শতক ভূমিতে অন্যায়ভাবে প্রবেশ করিয়া রূপ পরিবর্তন করার পায়তারা করিতেছে। নালিশী তপশীলোক্ত ভূমিতে বিবাদীগণের কোন স্বত্ব দখল নাই ও কদাপি ছিল না। বিবাদীগণ জোর পূর্বক বাদীগণকে তাহাদের খরিদা স্বত্বীয় দখলীয় ভূমি হইতে বেদখলের হুমকী প্রদান করায় বাদীগণ বাধ্য হয়ে অত্র মামলা আনয়ন করেন।

**অন্যদিকে ৬/৮ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,**

তপশীলোক্ত নালিশী সম্পত্তির মূল আর এস রেকর্ডীয় মালিক ছিল আবদুর রহমান ও অন্যান্য। আর. এস. রেকর্ডি আবদু রহমান খতিয়ানের মর্ম মতে বিরোধীয় এবং অবিরোধীয় আর. এস. ২৮৬৫ দাগের আন্দর $\frac{১}{৩}$ অংশে ১৮.০০ শতক ভূমিতে স্বত্ববান থাকাবস্থায় মরনে তৎ স্বত্ব পুত্র খায়ের আহামদ কন্যা আছমা খাতুন ও স্ত্রী জবেদা খাতুন প্রাপ্তে ভোগ দখলকার হন। তাহারা বিগত ১৯৫২ ইং সনের দলিল নং ৫০৬৪ মূলে ৬.৩৩ শতক ভূমি আবুল হোসেন এবং গোলামর রহমান মিয়াজীর বরাবরে বিক্রয় করেন। উক্ত গোলামর রহমান মরনে তৎ স্বত্ব পুত্র খায়ের আহামদ, ছৈয়দ আহামদ এবং ছালে আহামদ প্রাপ্ত হয়। তাহারা বিগত ৩১/১০/১৯৬৩ ইং তারিখের ৫৭৩১ নং দলিল মূলে মখলছর রহমানের পুত্র নুর হোছেনের বরাবরে এবং নুর হোছেন স্বীয় খরিদা স্বত্ব বিগত ১০/০৪/১৯৬৮ ইং এর ২২৭৭ নং রেজিস্ট্রি দলিল মূলে ৮নং বিবাদী ছৈয়দ আহামদ এর বরাবরে বিক্রয় পূর্বক দখল অর্পন করেন। বিরোধীয় আর. এস. খতিয়ানে উল্লেখিত উভয় দাগের ভূমি বিগত বি. এস. জরিপে ৫১৭/৫১৮ নং খতিয়ানে যথাক্রমে ৩১৬৫/ ৩১৬৬/

৩১৬৭ দাগের পরিমিত হইয়া বি. এস. ৫১৭/৫১৮ নং খতিয়ানের ৮নং বিবাদীর স্বত্ব দখল দৃষ্টে শুদ্ধমতে জরিপ পরিমিত আছে। ৮নং বিবাদী উক্ত মতে বিরোধীয় ভূমিতে চিহ্নিত মতে স্ত্রী পুত্র পরিজন সমেত বাদীসহ সকলের জ্ঞাতসারে খরিদ অবদি ভোগদখলে আছেন। বিরোধীয় খতিয়ানের অধিকাংশ শরীকান নিরীহ এবং দুর্বল প্রকৃতির বটে। বাদীর সীমানা প্রাচীরের লাগোয়া দক্ষিণ দিকে বাদীর আর্জির চকবন্দে স্থিত এই বিবাদীর স্বত্বীয় বিরোধীয় ভূমি গ্রাস করার জন্য বাদী ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৫ ধারার বিধান মতে ২০১২ সালের ২৮৩৪ নং ও ২০১৪ সালের ৭২০ নং এবং ২০১৬ সালের ১৫৯২ নং মিছ মোকদ্দমা আনয়ন করিলে উক্ত মোকদ্দমা সমূহ নথিজাত করা হয়। বিরোধীয় ভূমি নিয়ে বাদীর দাবীকৃত ১৮/০৭/১৯৯৪ ইং এর ১৫৮৪ নং দলিল ফেরবী ও অকার্যকর হয়। উক্ত দলিল মূলে বাদী বিরোধীয় ভূমিতে কোন স্বত্ব অর্জন করেননি। বাদীর মোকদ্দমা মিথ্যা ও হয়রানীমূলক বিধায় উহা খারিজযোগ্য।

**বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ**

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?
২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?
৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?
৪) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ ও নিরুঙ্কুশ দখল আছে কি না ?
৫) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

**উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ**

মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মনোয়ারা বেগম (P.W.1); নূর মোহাম্মদ (P.W.2)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ শাহাদাত হোসেন (D.W.1), গোলাম কাদের (D.W.2)। মনোয়ারা বেগম (P.W.1) এবং শাহাদাত হোসেন (D.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে আরজী ও লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

| | |
|---|---|
| ১। আর. এস. ১৪৯২ নং খতিয়ানের সি. সি. | প্রদর্শনী ১ |
| ২। বি. এস. ১১৪৯ নং খতিয়ানের সি. সি. | প্রদর্শনী ২ |
| ৩। ২৩/৭/৭১ ইং তাং ২৪৪০ নং কবলার আসল | প্রদর্শনী ৩ |

| | |
|---|---|
| ৪। ১৮/৭/১৯৯৪ ইং তাং ১৫৮৪ নং কবলার আসল | প্রদর্শনী ৪ |
| ৫। নামজারী ২০৮২ নং খতিয়ান | প্রদর্শনী ৫ |
| ৬। খাজনা দাখিলা ৫ ফর্দ | প্রদর্শনী ৬ |
| ৭। ৪/৯/২৬ ইং তাং ৩৯৭৭ নং কবলার | প্রদর্শনী ৭ |
| ৮। ১৫/২/২৭ ইং তাং ৫৫২ নং কবলার | প্রদর্শনী ৮ |
| ৯। সি এস আর এস ও বি এস দাগাদিও আংশিক ম্যাপ | দাখিল |

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে ৬/৮ নং বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

| | |
|---|---|
| ১। আর. এস. ১৪৯২ নং খতিয়ানের সি. সি. | প্রদর্শনী ক |
| ২। বি. এস. ৫১৭/৫১৮ নং খতিয়ানের সি. সি. | প্রদর্শনী খ |
| ৩। ১৯/৭/১৯৫২ ইং তাং ৫০৬৪ নং কবলার সি. সি. | প্রদর্শনী গ |
| ৪। ৩১/১০/১৯৬৩ ইং তাং ৫৭৩১ নং কবলার আসল | প্রদর্শনী ঘ |
| ৫। ২২/৪/১৯৬৮ ইং তাং ২২৭৭ নং কবলার আসল | প্রদর্শনী ঙ |
| ৬। খাজনার দাখিলা | প্রদর্শনী চ |
| ৭। মিচ ২৮৩৪/১২ নং মামলার সি. সি. | প্রদর্শনী ছ |
| ৮। মিচ ৭২০/২১ ইং নং মামলার সি. সি. | প্রদর্শনী জ |
| ৯। মিচ ১৫৯২/১৬ নং মামলার সি. সি. | প্রদর্শনী ঝ |

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

**বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ ঃ**

**" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"**

**" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"**

**" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"**

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো। অত্র মামলার উভয়পক্ষ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জোরালোভাবে কোন বক্তব্য বা যুক্তিতর্কের অবতারনা করেননি। মামলার প্লিডিংস ও উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমান আমি খুব মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষন করলাম। বর্তমান মামলাটি নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় রুজু হয়েছে। মামলার নালিশী সম্পত্তি চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানাধীন আকুবদন্ডী মৌজায় অবস্থিত। মামলার মূল্যমান ধরা হয়ে ৫০০০/- টাকা যাহা অত্র আদালতের স্থানীয় ও আর্থিক এখতিয়ারের অন্তর্ভূক্ত। অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং এই আদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোনরুপ প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়।

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি প্রকাশমতে, অত্র মোকদ্দমা রুজুর পর্যাপ্ত কারন বিদ্যমান রয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, বাদীগণ আরজীর তপশীল বর্ণিত ভুমি খরিদসূত্রে মালিক দখলকার হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করে আসছেন। কিন্তু বিবাদীপক্ষ  বিগত ১৮/১১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে নালিশী জমি হইতে বাদীপক্ষকে বেদখল করার হুমকী প্রদান করে। তাই বাদীপক্ষ এই মোকদ্দমা আনয়ন করে। সুতরাং অত্র মামলা করার উপযুক্ত কারন বিদ্যমান আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বিগত ১৮/১১/২০১৭ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হওয়ার পর ২১/১১/২০১৭ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয়। অত্র মামলা নির্ধারিত তামাদি সময়কালের মধ্যেই রুজু হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি তামাদি দোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায়, বিচার্য বিষয় নম্বর ১-৩ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ ঃ

নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ ও নিরুঙ্কুশ দখল আছে কি না ?

বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

বিচার্য বিষয় দুইটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় উভয়ের যৌথ আলোচনায় এবং নিষ্পত্তিতে সুবিধার্তে একত্রে বিবেচনা করা হলো। অত্র মোকদ্দমাটি বাদীপক্ষ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনয়ন করেছেন। এ ধরণের মামলার ক্ষেত্রে মূলত যেটি সিদ্ধান্তের ভিত্তি রচনা করে, তা হলো নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের নিরঙ্কুশ দখল। আইনত, চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য বাদীপক্ষকে অবশ্যই নালিশী ভূমিতে তাদের নিরঙ্কুশ দখল প্রমাণ করতে হবে। তবে তার পূর্বে নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের আপাত স্বত্ব আছে কিনা তা দেখে নেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি।

বাদীপক্ষের দাখিলীয় আর এস ১৪৯২ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-১ হতে প্রতীয়মান হয়, নালিশী আর এস ২৮৬৬ দাগে ৪৬ শতক ভূমিতে সমানাংশে মালিক ছিল আব্দুল রহমান, গোলাপের রহমান ও আবদুল রহিম @ আব্দুল হালিম। প্রত্যেকে ১৫.৩৩ শতক করে স্বত্ববান ছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। উক্ত আব্দুল হালিম ১৯২৬ সনের রেহেন তমসুক দলিল নং ৩৯৭৭ [প্রদর্শনী-৭] এর মাধ্যমে তার সম্পত্তি আবদুল জলিলের নিকট হস্তান্তর করেন। প্রদর্শনী-৮ হতে দেখা যায়, ১৯২৭ সালের দলিল নং ৫৫২ এর মাধ্যমে আব্দুল রহিম তার সম্পত্তি আব্দুল জলিলের স্ত্রী আহম্মদর নিছার কাছে বিক্রি করেন। প্রতীয়মান হয় যে দলিল প্রস্তুতের সময় আর. এস. জরিপ চূড়ান্ত হয়নি বিধায় দলিলে সি. এস. দাগ উল্লেখ করা হয়।

P.W.-1 এর সাক্ষ্য প্রকাশিত মতে, উক্ত আহম্মদর নিছা ও আব্দুল জলিল মরনে তাদের স্বত্ব ৪ পুত্র যথা- আবু ছৈয়দ চৌধুরী, আমিনুল হক চৌধুরী, নুরুল হক চৌধুরী, আহামদল হক চৌধুরী প্রাপ্ত হয়। প্রদর্শনী-৩ হতে প্রতীয়মান হয়, উক্ত আবু ছৈয়দ চৌধুরী গং ১৯৭১ সনের ২৪৪০ নং কবলা মূলে নালিশী আর. এস. ২৮৬৬ দাগে ১৫ শতক সহ ২০ শতক সম্পত্তি নবাব মিয়ার নিকট বিক্রয় করেন। পরবর্তীতে উক্ত সম্পত্তি বাবদে নবাব মিয়ার নামে বি. এস. ১১৪৯ নং খতিয়ানে বি এস ৩১৬৫ দাগে উক্ত সম্পত্তি অন্তর্ভক্ত হয়ে বি এস খতিয়ান প্রচারিত হয়। প্রদর্শনী-২ হতে উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রদর্শনী-৪ ও প্রদর্শনী-৫ হতে প্রতীয়মান হয়, বি এস ৩১৬৫ দাগের উক্ত ১৫ শতক ভূমি নবাব মিয়া ১৯৯৪ সনের দলিল নং- ১৫৮৪ মুলে বাদীগণের নিকট হস্তান্তর করেন এবং তাদের নামে ২০৮২ নং নামজারি খতিয়ান সৃজিত হয়।

অপরদিকে বিবাদীপক্ষের দাবিমতে, আর এস রেকর্ডী আবদুল রহমান মরনে তৎ স্বত্ব পুত্র খায়ের আহামদ কন্যা আছমা খাতুন ও স্ত্রী জবেদা খাতুন প্রাপ্ত হয়ে ১৯৫২ ইং সনের দলিল নং ৫০৬৪ [প্রদর্শনী-গ] মূলে নালিশী আর এস ২৮৬৬ ও অনালিশী ২৮৬৫ দাগে ৭.৩৩ শতক ভূমি আবুল হোসেন এবং গোলামর রহমান মিয়াজীর বরাবরে বিক্রয় করেন। উক্ত গোলামুর রহমানের পুত্র খায়ের আহামদ গং ৩১/১০/১৯৬৩ ইং তারিখের ৫৭৩১ নং দলিল [প্রদর্শনী-ঘ] মূলে ২৮৬৬/২৮৬৫ দাগে ৩.৩৩ শতক নুর হোছেনের বরাবরে এবং নুর হোছেন উক্ত সম্পত্তি ১০/০৪/১৯৬৮ ইং এর ২২৭৭ নং দলিল [প্রদর্শনী-ঙ] মূলে ৮ নং বিবাদী ছৈয়দ আহামদ এর বরাবরে বিক্রয় করেন। উক্ত খরিদা কবলামূলে ছৈয়দ আহম্মদ নালিশী দাগে কতটুকু প্রাপ্ত হয়েছেন তা স্পষ্ঠ নয়। প্রদর্শনী-খ ও খ১ হতে দেখা যায় বি. এস. ৫১৭/৫১৮ নং খতিয়ানের ৮নং বিবাদীর স্বত্ব দখল দৃষ্টে শুদ্ধমতে জরিপ পরিমিত হয়েছে।

উভয়পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৮ নং বিবাদী নালিশী আর এস ২৮৬৬ দাগ সামলি বি এস ৩১৬৫ দাগে কিয়দাংশে (১.৬৬ শতক যেহেতু কোন দাগে কতটুকু খরিদীয় তা উল্লেখ নেই) স্বত্ববান হলেও উক্ত দাগে ১৫ শতক ভূমিতে বাদীগনের সুস্পষ্ঠ মালিকানা ও স্বত্ব রহিয়াছে। বিবাদীপক্ষ নালিশী দাগে বাদীগনের খরিদীয় ১৫ শতকে তাদের কোন দাবি নেই মর্মে স্বীকার করেছেন। উক্ত ১৫ শতকের মধ্যে ১(ক) বন্দে উল্লেখিত ৩ শতক ভূমি অত্র মামলার বিরোধীয় সম্পত্তি হয়।

এখন দেখা যাক, তফসিলোক্ত বিরোধীয় ৩ শতক ভূমিতে বাদীপক্ষের নিরুঙ্কুশ দখল রহিয়াছে কিনা ?

নালিশী সম্পত্তির চৌহদ্দি পর্যালোচনায় দেখা যায়,

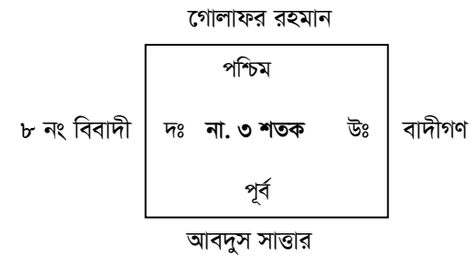


নালিশী ৩ শতক সম্পত্তির উত্তর পাশে-বাদীগণ এবং দক্ষিন পাশে ৮ নং বিবাদী , পূর্বে-আবদুস সাত্তার ও পশ্চিমে-গোলাফর রহমান অবস্থান করছেন।

বাদীপক্ষের পক্ষে সাক্ষী P.W.-1 বলেছেন যে, বাদীগণ খরিদসূত্রে ১৫ শতক জমি মালিক ও দখলকার হন, যার মধ্যে নালিশী ৩ শতক জমি অন্তর্ভুক্ত। তিনি দাবি করেন যে, বাদীপক্ষ ওই জমিতে আম ও কাঁঠাল গাছ লাগিয়ে এবং বাড়িঘর নির্মাণ করে ভোগদখল করছেন। এছাড়া, নালিশী সম্পত্তির দক্ষিণে ৮ নম্বর বিবাদীর স্বত্বভুক্ত ভূমি রয়েছে। জেরায় P.W.-1 দাবি করেন যে বাদী ও বিবাদীর বসতঘরের মাঝখানে কোনো সীমানা দেয়াল নেই। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, দেয়াল না থাকলেও তার বসতঘর পূর্বমুখী। P.W.-1 আরও বলেছেন যে, ৮ নম্বর বিবাদী সৈয়দ আহমদ তার বাগান এবং নাল জমি দাবি করেছেন।

সাক্ষী P.W.-2 নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের দখল সমর্থন করেছেন। জেরায় তিনি বলেন, নালিশী জমি বাদীর বাড়ির দক্ষিণ পাশে এবং সেখানে ৩ হাত উঁচু ও ১০-১২ হাত লম্বা পূর্ব-পশ্চিম সীমানা দেয়াল রয়েছে। সেই দেয়ালের উত্তরে বাদী এবং দক্ষিণে বিবাদী অবস্থান করছেন। তিনি স্বীকার করেন যে, বাদী ও বিবাদীর মাঝখানে উক্ত দেয়াল দ্বারা সীমারেখা নির্ধারিত।

বাদীর দায়েরী ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৫ ধারায় মিস মামলা নং ২৮৩৪/২০১২-এর তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নালিশী সম্পত্তিতে বাদীর বসতঘর রয়েছে এবং দক্ষিণ পাশে পাকা দেয়াল রয়েছে। ওই মামলায় বাদী দেয়ালের দক্ষিণে ২ শতক জমি বাগান হিসেবে দাবি করেছিলেন, যা বর্তমান মামলাতেও উল্লেখিত। তবে, প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে যে, উক্ত দেয়ালের দক্ষিণ পাশে বিবাদীগণ দীর্ঘদিন ধরে দখল করে আছেন। এছাড়া মিস ১৫৯২/২০১৬ মামলার প্রতিবেদনেও বিরোধীয় জমিতে বিবাদীদের দখল রয়েছে মর্মে পাওয়া গিয়াছে। উক্ত দুইটি মিস মামলায় বাদী ২ শতক দাবি করলেও অত্র মামলায় বাদী ৩ শতক দাবি করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় বাদীপক্ষ নালিশী ৩ শতক জমির দক্ষিণে ৮ নম্বর বিবাদী অবস্থান করছেন মর্মে দাবি করলেও বাদী মূলত উভয়ের মধ্যকার সীমানা দেয়ালের দক্ষিনে বিবাদীর ভোগদখলীয় ভূমি অত্র মামলায় দাবি করিয়াছেন। বাদী ও বিবাদীর মাঝে একটি ছোট সীমানা দেয়াল রয়েছে ইহা প্রমাণিত। দেয়ালের উত্তরে বাদীর দখল রয়েছে এবং দক্ষিণে বিবাদীগণের দখল রয়েছে। বাদীপক্ষ অত্র মামলায় যে ৩ শতক দাবি করেছেন তাহা মূলত বিবাদীর দখলে রহিয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বাদীপক্ষ নালিশী ভূমিতে তাহার নিরুঙ্কুশ দখল প্রমানে সমর্থ হননি মর্মে আমি বিবেচনা করি।

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় বাদীপক্ষের দাখিলীয় স্বত্বের দলিলাদি বাদীর মালিকানা সমর্থন করে, তবে দখলের বিষয়ে তারা দ্ব্যর্থহীন প্রমান দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। নালিশী তফসিলোক্ত ভূমিতে বাদী খরিদসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার মর্মে দাবি করলেও সাক্ষ্য প্রমান দৃষ্টে দেখা যায় তফসিলোক্ত নালিশী দাগ ভূমিতে বিবাদীগণ ভোগদখলে রয়েছেন। **Md. Abdul Hai vs Md. Ali Ahmed (2005) 57 DLR (AD) 53 মামলায় মহামান্য আপীল বিভাগ উল্লেখ করেন যে মালিকানা থাকা স্বত্বেও চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য দখলের প্রমাণ অপরিহার্য। একই ভাবে Nur Mohammad vs Fazal Karim (1997) 49 DLR 113 মামলায় আদালত বলেছেন যে শুধুমাত্র মালিকানার দলিল থাকলেই দখলের অধিকার স্বীকৃত হয় না। দলিলের পাশাপাশি দখলের স্পষ্ঠ প্রমাণ থাকতে হবে। Rustom Ali vs Abdul Rahman (1986) 38 DLR 29 মামলায় এরুপ সিদ্ধান্ত এসেছে যে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৫ ধারার সিদ্ধান্ত দেওয়ানী আদালতের জন্য প্রাসঙ্গিক। জমিতে কার দখল রয়েছে, তা এ সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে।**

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, বাদীপক্ষ মালিকানা সংক্রান্ত প্রমাণ দাখিল করতে পারলেও নালিশী সম্পত্তিতে নিরঙ্কুশ দখল প্রমাণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুযায়ী নালিশী দাগভূমিতে বিবাদীপক্ষ বাউন্ডারী দেয়ালের দক্ষিনপাশে দাবিকৃত ভূমিতে ভোগদখলে রয়েছেন। অতএব, বাদীপক্ষের প্রার্থিত চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দাবি অসফল এবং তারা প্রার্থীতমতে প্রতিকার পেতে অধিকারী নন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। বিচার্য বিষয় নং ৪ এবং ৫ উভয়ই বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি পর্যাপ্ত।

**অতএব,**

**আদেশ হয় যে,**

চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমাটি ৬/৮ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীদের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় খারিজ করা হইল।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।